এক নজরে ছাগলনাইয়া উপজেলা

নামকরণ

ছাগলনাইয়া বাংলাদেশের ফেনী জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা। ধারণা করা হয়, ইংরেজ শাসনামলে এ এলাকার নাম সাগরনাইয়া (সাগর যাকে নাইয়ে বা স্নান করিয়েদেয়) থেকে ছাগলনাইয়াহয়েযায়। সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থান এবং সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ায় ঐতিহাসিকভাবে - বিশেষত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেরসময় স্থানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।১৯৮৩ সালে উপজেলার সৃষ্টি হয়।

অবস্থান

ছাগলনাইয়া উপজেলার অবস্থান ২৩.০৩৬১± উত্তর ৯১.৫১৯৪± পূর্ব। এ উপজেলার উত্তরে ফুলগাজী উপজেলা, পশ্চিমে ফেনী সদর উপজেলা, দক্ষিণে ফেনী সদর উপজেলা ও চট্টগ্রাম জেলারমীরসরাই উপজেলা এবং পূর্বে ভারতেরত্রিপুরা প্রদেশ অবস্থিত।আয়তন ৫১.৫৪ বর্গমাইল।

প্রাচীন ইতিহাস

কিছু প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী বর্তমান ছাগলনাইয়া কোন এক সময়ে বৌদ্ধ সভ্যতার অন্তর্গত ছিল। পরে উত্তরের পাহাড়ী স্রোতে, প্রাকৃতিক কারণে বা নদী ভাঙ্গানে সাগরে বিলীন হয় কালের বিবর্তনে আবার ধীরে ধীরে ভূমি খন্ড খন্ড রুপে জেগে উঠে। ছাগলনাইয়া ভেঙ্গে জেঠে ওঠা ভূমির কারণেই এখানে কুমিল্লা বা ত্রিপুরা কিংবা নোয়াখালী বা চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চলের মতো প্রাচীন কোনো স্থাপনার নিদর্শন নেই। মাত্র কয়েকশ বছর আগেও পুরান রাণীর হাট (আসলে ঘাট) থেকে পশ্চিম ছাগলনাইয়া পর্যন্ত প্রায় ১৪/১৫ মাইল ব্যাপী প্রশস্ত নদী ছিল এবং এ অংশে পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম ছিল খেয়া নৌকা। ছাগলনাইয়া কিছু অংশ অনেক পূর্বেই জেগে উঠে বনজঙ্গলে ভরে যায়। পাহাড়ের নিকট খন্ড স্থান বলে তখন এলাকার নাম হয় খন্ডল। ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে ছাগলনাইয়ার নামকরণ করা হয়। সে নামকরণ সম্পর্কেও নির্ভরযোগ্য বিস্তারিত জানা যায় নাই। অনেকের মতে আবার সাগর থেকে ছাগল হবার কথা ভুল। নোয়াখালীরউপভাষায় এরকম প্রয়োগ নেই। বগুড়ার রামচন্দ্র চৌধুরী নবাব সরকারের কার্য উপলক্ষে বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীর (খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী) প্রথম ভাগে ভুলুয়ায় (বর্তমানে নোয়াখালী) এসে বদল কোন নামক স্থানে বাস করতে থাকেন। তিনি পরে ত্রিপুরা মহারাজের উচ্চ রাজ কর্মচারী নিযুক্ত হন। কোনো এক সময়ে তাকে নিয়ে মহারাজ চন্দ্রনাথ তীর্থে যান। পথিমধ্যে খন্ডলের জঙ্গালপূর্ণ সমতল ভূমি দেখে মহারাজ তা আবাদ করে প্রজাপত্তনের জন্য রামচন্দ্রকে নির্দেশ দেন। তিনি অনেক এলাকার বনজঙ্গাল পরিষ্কার করে কিছু এলাকা বিশেষ করে ভুলুয়া থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ শ্রেণির মানুষদের নিয়ে এসে বসতি পত্তন করেন। পরে তিনি তাঁর আবাদ এলাকা বিস্তৃত করেন। তাঁর তিন পুত্র গজেন্দ্র নারায়ন, প্রেম নারায়ন ও শুভেন্দ্র নারায়ন পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রায় পুরো খন্ডলে বসতি গড়ে তোলেন ও বিভিন্ন এলাকায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ শ্রেণির মানুষদের নিয়ে আবার বসতি স্থাপন করেন। রামচন্দ্র ও তার পুত্রাদি কর্তৃক খন্ডলের অনেক জায়গা প্রজাপত্তন ও আবাদি হলে ত্রিপুরা মহারাজ

তাদেরকে খন্ডলের ইজারাদার নিযুক্ত করেন। এভাবে খন্ডল তথা বর্তমান ছাগলনাইয়ায় মনুষ্য বসতি ও আবাদ শুরু হয়। শমসের গাজীর আবির্ভাবে এসব জমিদার ইজারাদারদের অবস্থান সংকুচিত হয় ও ক্ষমতা হ্রাস পায়। ঠিক কোন সময় থেকে কি কারণে এ খন্ডল অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে সে সম্পর্কে ইতিহাসে বিস্তারিত পাওয়া যায় না। এখনকার চাঁদগাজী মসজিদ প্রাচীন ১৭১২-১৩ সালের। অথচ মুর্শিদাবাদের মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭১৭ সালে বাংলার নবাব নিযুক্ত হন। সেই থেকে ১৭৫৭ পর্যন্ত বাংলার নবাবী আমল। তাই অনেকে ধারণা করেন, এ সময়েই এখানে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। নোয়াখালীর অন্যান্য এলাকার মতো কয়েকশ বছর আগেই খন্ডল মুসলমান প্রধান এলাকায় পরিণত হয়। উল্লেখ্য, শিলুয়ার শিল সংলগ্ন চৌধুরী বাড়ীর জামে মসজিদটি ১৮৩৪ সালের। ভুমির ভাঙ্গা-গড়ার সাথে মিল রেখে খন্ডলে জনমানুষের ও নানা উত্থান-পতন ঘটেছে। ধারণা করা হয় যে, প্রাচীন কালে পার্শ্ববর্তী কুমিল্লার ত্রিপুরা চট্টগ্রামের মতো খন্ডল তথা ছাগলনাইয়ায়ও (তখন ত্রিপুরার অন্তর্গত) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকের বসবাস ছিল। প্রধানত শিলুয়ার শিলের আবিষ্কার এই ধারণা প্রতিষ্ঠার প্রধান যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়। তবে একটি মাত্র নিদর্শন প্রাপ্তি দিয়ে কোন যুক্তি দাঁড় করানোও বিপদজনক বলে গবেষকরা সেই যুক্তিতে স্থির থাকতে পারেননি। তাঁরা এমনটাও বলে থাকেন, স্থানান্তরের সময় এ শিলটি বা অন্য দু' একটি নিদর্শন তৎকালীন নদীতে পড়েযাওয়া অস্বাভাবিক নয়, যা পরবর্তী কালে মাটির সঙ্গে উপরে উঠে আসে। নোয়াখালীর চরাঞ্চলে অবশ্য এরকম কিছু 'বয়া' মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে বা কাত হয়ে থাকতে দেখা যায়। আবার, এ শিলা ও আরো দু' একটি নিদর্শন উজান কে স্রোতের বেগে ভাটির দিকে গড়িয়ে এসেছে - সে সম্ভাবনার কথাও গবেষকেরা বলে থাকেন। 'নোয়াখালীর ইতিহাস' অনুযায়ী, খন্ডল পরগনার অন্তর্গত চম্পকনগর গ্রামে অতি প্রাচীন কালে মগ বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজার আবাস বাটী ছিল এরুপ প্রবাদ। এই অঞ্চলের মটুয়া, মোটবী, শিলুয়া, মোট বাদীয়া, মঘুয়া, রাজনগর প্রভৃতি গ্রামে প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্তির ভগ্নাবশেষ দেখলে বৌদ্ধ প্রভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়াযায়।

সম্প্রতি ছাগলনাইয়া সীমান্ত সংলগ্ন মিরসরাই উপজেলার জোরালগঞ্জের ভগবতীপুর গ্রামে পুকুর খননের সময় চার ফুট মার্টির নিচে ৭০০ বছরের প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গেছে। ধারণা করা হয় পরশুরাম, ফুলগাজী, ছাগলনাইয়া, মিরসরাই, সীতাকুন্ড এলাকা প্রাচীন কাল হতে অন্তত দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অধীনে ছিল। ১১০০-১২০০ সালের দিকে বৌদ্ধ রাজারা দুর্বল হয়েপড়লে ভুলুয়া (বর্তমান নোয়াখালী) ও ত্রিপুরার হিন্দু রাজারা মাথা তুলে দাঁড়ান ও হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ পান এবং পরবর্তী কালে মুসলমানরা আধিপত্য বিস্তার করেন। ১৯৬৩ সালে পুকুর খননকালে নব্য প্রস্তর যুগে ব্যবহার্য হাতকুড়ালপাওয়াযায়, যা পাঁচ হাজার বছর আগের পুরনো বলে ধারণা করা হয়। বর্তমানে শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরে এটি সংরক্ষণ করে রাখা আছে। অনুরূপ নিদর্শন ময়নামতি, রাঙ্গামাটি, সীতাকুন্ডেও আবিষ্কার করা হয়েছে।

উপজেলার মানচিত্র

৯১°২৮' পূ
৯১°৩২'
ফুলগাজী
মহামায়া
২৩°০৪'
ত্রিপুরা
(ভারত)
ছাগলনাইয়া
বাঁশপাড়া
পাঠাননগর
পৌরসভা
রাধানগর
ফেনী সদর
২৩°০০'
শুভপুর
ছাগলনাইয়া উপজেলা
২
০
২
কিলোমিটার
গোপাল
২২°৫৬' উ
ফেনী সদর
মিরসরাই
কালীদহ

প্রশাসনিক এলাকা

ছাগলনাইয়া উপজেলায় বর্তমানে ১টি পৌরসভা ও ৫টি ইউনিয়ন রয়েছে।

পৌরসভা:

- ছাগলনাইয়া

ইউনিয়নসমূহ:

- ৫নং মহামায়া
- ৬নং পাঠাননগর
- ৮নং রাধানগর
- ৯নং শুভপুর
- ১০নং ঘোপাল

জনপ্রতিনিধি

সংসদীয় আসন	জাতীয় নির্বাচনী এলাকা	সংসদ সদস্য নাম
২৬৫ ফেনী-১	পরশুরাম উপজেলা, ফুলগাজী উপজেলা এবং ছাগলনাইয়া উপজেলা	শিরীন আখতার

ক্রমিক	নাম	পদবী
১	জনাব মেজবাউল হায়দার চৌধুরী	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ছাগলনাইয়া, ফেনী।

ক্রমিক	নাম	পদবী
২	জনাব এম মোস্তফা	মেয়র, ছাগলনাইয়া পৌরসভা, ছাগলনাইয়া, ফেনী।

উপজেলার সরকারি অফিসসমূহ

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
২. উপজেলা ভূমি অফিস
৩. উপজেলা শিক্ষা অফিস
৪. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ও ইউআইটিআরসিই
৫. উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস
৬. উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস
৭. উপজেলা পল্লী বিদ্যুৎ অফিস
৮. উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিস
৯. উপজেলা মৎস্য অফিস
১০. উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস
১১. উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস
১২. উপজেলা কৃষি অফিস
১৩. উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
১৪. উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস
১৫. উপজেলা প্রকৌশল অফিস
১৬. উপজেলা সমাজসেবা অফিস
১৭. উপজেলা পল্লী সঞ্চয়ী ব্যাংক
১৮. উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস
১৯. উপজেলা খাদ্য অফিস
২০. উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
২১. উপজেলা সমবায় অফিস
২২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন
২৩. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
২৪. ছাগলনাইয়া থানা, ফেনী
২৫. উপজেলা বন কর্মকর্তার কার্যালয়

২৬.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

২৭.	উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়

২৮.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপজেলা কার্যালয়।

ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ

- রাধানগর পৌর ভূমি অফিস
- শুভপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস
- রতননগর ইউনিয়ন ভূমি অফিস
- ঘোপাল ইউনিয়ন ভূমি অফিস
- মহামায়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস

সায়রাত মহল

জলমহাল

ক্রমিক নং	জলমহালের নাম	জলমহালের অবস্থান	আয়তন
০১	অলি খাঁ দিঘী	চম্পকনগর	৭.৬০০০ একর
০২	উত্তর মন্দিয়া পুকুর	উত্তর মন্দিয়া	১.৩৬০০ একর
০৩	মজুমদার পুকুর	ছয় ঘরিয়া	১.২৮০০ একর
০৪	জগন্নাথ সোনাপুর পুকুর	জগন্নাথ সোনাপুর	৩.৫৬০০ একর
০৫	আবদুর রাজ্জাক দিঘী	পূর্ব ছাগলনাইয়া	১২.৬৬ একর
০৬	কৈয়ারা দিঘী	কয়ারা	২২.৮৬ একর
০৭	শুভপুর লেক	জয়চাঁদপুর	২০.৫০ একর

বালুমহাল

ক্রমিক নং	বালুমহালে নাম	অবস্থান
০১	নিজকুঞ্জরা বালুমহাল	ঘোপাল ইউনিয়ন
০২	ধুমঘাট বালুমহাল	ঘোপাল ইউনিয়ন

০৩	ডুলিয়াছরা বালুমহাল	শুভপুর ইউনিয়ন।
০৪	ফেনী নদীর বালুমহাল	শুভপুর ইউনিয়ন।
০৫	ছাগলনাইয়া ছরা বালুমহাল	রাধানগর ইউনিয়ন।
০৬	হিছাছরা বালুমহাল	রাধানগর ইউনিয়ন।
০৭	ফুলছরি বালু মহাল	রাধানগর ইউনিয়ন।
০৮	উত্তর আধারমানিক বালুমহাল	রাধানগর ইউনিয়ন।
০৯	মুহুরী নদীর বালুমহাল	রাধানগর ইউনিয়ন।
১০	হিন্দুছরা বালুমহাল	রাধানগর ইউনিয়ন
১১	মহামায়াছরা বালুমহাল	মহামায়া ইউনিয়ন
১২	খইয়াছরা বালুমহাল	মহামায়া ইউনিয়ন।

জনসংখ্যার উপাত্ত

জনসংখ্যা ১৭০৫২৪; পুরুষ ৮৫২৮৪, মহিলা ৮৫২৪০। মুসলিম ১৬৫৪৬৩, হিন্দু ৪৯৯৫, খ্রিস্টান ২১ এবং অন্যান্য ৪৫।

ইসলাম ধর্ম (৯৭.০৩%)

হিন্দু ধর্ম (২.৯৩%)

খ্রিস্ট ধর্ম (০.০১২%)

অন্যান্য (০.০২৬%)

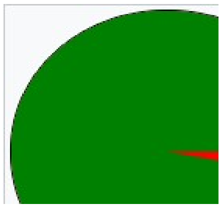

শিক্ষা পরিস্থিতি

শিক্ষার হার গড়ে ৬৩.১%, পুরুষ ৫১.৩% মহিলা ৩৬.৬%।

কলেজ-৬টি।

১. ছাগলনাইয়া সরকারি কলেজ
২. আলহাজ্ব আব্দুল হক চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
৩. মৌলভী সামছুল করিম কলেজ
৪. চাঁদগাজী স্কুল এন্ড কলেজ
৫. বল্লভপুর কলেজ
৬. ছাগলনাইয়া মহিলা কলেজ

উচ্চ বিদ্যালয়-২৭টি

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৭৮টি

মাদ্রাসা-২৯টি

টেকনিক্যাল স্কুল-৩টি

পলিটেকনিক ইনিস্টিউট-১টি।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

মসজিদ ২৭৫টি, মন্দির ১০টি, মাজার ২টি। উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো হলো চাঁদগাজী ভূঞা মসজিদ, দক্ষিণ বল্লভপুর মসজিদ, নিজপানুয়া পীরের মাজার (নিজপানুয়া দরবার শরীফ), রৌশন ফকিরের মাজার, জগন্নাথ মন্দির।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

পাকা রাস্তা ৩০১.৪০ কি:মি:, মাটির রাস্তা ১৮৮.১২ কি:মি:, নৌপথ ৯ নটিক্যাল মাইল, রেলপথ ৬.৫ কি:মি:।

অর্থনীতি

কৃষিজীবী-৩৮.১৪%, প্রবাসী: ৭.১৯%, কৃষি শ্রমিক-৩.৬০%, শিল্প-১.৫৫% , চাকুরিজীবী-১৭.৮৬%

হাট-বাজার

হাটবাজার ২৫ টি, মেলা ৩টি। করৈয়ার বাজার, দারোগা বাজার, বক্তার হাট, চাঁদগাজী বাজার, মির্জার বাজার, জমাদ্দার বাজার, বাংলা বাজার, শুভপুর বাজার, জঙ্গালমিয়া বাজার, মনুর হাট,মৃধার হাট, জিনার বাজার, পাঠাননগর বাজার এবং আঁধার মানিক মেলা ও কালী গাছতলা মেলা উল্লেখযোগ্য।এছাড়াও ভারত-বাংলাদেশ প্রীতি সীমান্ত বাজার একটি আছে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন পরিস্থিতি

স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হবার ঠিক আগ মুহূর্তে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বিরোধী আন্দোলন থেকে রূপ নেওয়া গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র - জনতা যুগপদ আন্দোলনে ছাগলনাইয়ায় তেরো থেকে পনেরো বছর বয়সী সাতজন স্কুল ছাত্রকে বিতর্কিত জন নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ১৯৭১ সালের এপ্রিলে শুভপুর ব্রিজ পার হবার সময় মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে দুই কোম্পানি পাকসেনা মারা যায়। এরপর মে তে কালাপুরের কালাব্রিজে পাকসেনাদের ঘাঁটিতে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে ২০ জন পাকসেনা নিহত হয়। ২৯ মে গোপাল ইউনিয়ন এর দুর্গাপুর ও সিংহনগরে সম্মুখসমরে ৩০০ জন পাকসেনা নিহত ও মুক্তিবাহিনীর দুই জন সদস্য আহত হন। জুলাই এ মধুগ্রাম এলাকায় লড়াইয়ে ৫০ জন পাকসেনা নিহত হয়। নভেম্বর এর শেষদিকে শুভপুর অঞ্চলে সম্মুখসমরে মুক্তিবাহিনীর সাত সদস্য নিহত হন।

এছাড়া মুক্তিবাহিনীর বিলোনিয়া(ফেনী জেলার পরশুরাম ও ছাগলনাইয়ার কিছু অংশ) এলাকায় পরিচালিত অপারেশন ছাগলনাইয়া মুক্তিযোদ্ধাদের শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করতে বড় ভূমিকা রাখে। লে. জেনারেল ইমাম-উজ-জামান এ অপারেশনের একজন সম্মুখযোদ্ধা ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন রেজুমিয়া সেতুর নিচে তৈরি করা বধ্যভূমিতে অজস্র মানুষকে হত্যা করা হয়।

১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ছাগলনাইয়া হানাদারমুক্ত হয়।

উল্লেখযোগ্য মুক্তিযোদ্ধা

- মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম
- মোহাম্মদ লোকমান
- তোফায়েল আহমেদ বীর প্রতীক
- বশির আহমেদ (বীর প্রতীক)
- খলিলুর রহমান (বীর প্রতীক)
- আবদুল জব্বার খান (বীর প্রতীক)
- ফখর উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী

ব্যাংক

সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক,কৃষি ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক, সাউথ ইস্ট ব্যাংক, এনসিসি ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, ডাচ বাংলা ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক।

ঐতিহাসিক/দর্শনীয় স্থান

সাত মঠ

ছাগলনাইয়ার ... ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার পশ্চিম ছাগলনাইয়া গ্রামে এটি অবস্থিত।

কৈয়ারা দিঘি

ভাটির বাঘ শমসে ... বির নামে কৈয়ারা দীঘি খনন করা হ ... র। এ বিশাল দীঘি নির্মল ও সুস্বাদু পানির জন্য বিখ্যাত ।

চাঁদগাজী ভূঁইয়া মসজিদ

ফেনীর ছাগলনাইয়া থানার বিভিন্ন স্থানে বহু প্রাচীন কীর্তি বিদ্যমান। এসব প্রচীন কীর্তির মধ্যে মসজিদ, মন্দির, ইটের নির্মিত দালান, মাজার, দীঘি, রাস্তা, পাথর, প্রাচীন বৃক্ষ অন্যতম। মোঘল ও নবাবী আমলে নির্মিত এসব প্রাচীনকীর্তির পাশাপাশি ত্রিপুরার শাসক “ভাটির বাঘ” শমসের গাজীর সময়ে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্থাপত্য কীর্তিও এএলাকার গৌরব হিসাবে কালের স্বাক্ষী হয়েদাড়িয়ে আছে। ছাগলনাইয়া থানার চাঁদগাজী এলাকা মোগল আমলে বেশ উন্নত ছিল।এখানেই রয়েছে তিনশত বছরের পুরোনো চাঁদগাজী ভূঁঞা মসজিদ।চাঁদগাজী ভূঁঞা ছিলেন মোগল আমলে ফেনীর পূবর্তঞ্চলে এক স্বনামধন্য জমিদার। জানা যায়, আঠারো শতকের গোড়ার দিকেতিনি প্রথম নদী ভাঙ্গনের কারণে প্রচুর ধন-সম্পদ ও লোকলস্করসহ দুরদেশ থেকে এসে বতর্মান ছাগলনাইয়ারমাটিয়াগোদাগ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

শমসে

শমসের গাজীর কে দুর্গটি এখন বিলুপ্ত। কিন্তু সেখা কিছু কিছু স্থাপত্য এখন পাশে ভারতের সীমান্তের ওপারে ত্রিপুরা রাজ্যে রয়ে গেছে। বর্মানে তার স্মৃতিকে ধরে রাখতে সেখানে **শমসের গাজীর বাঁশের কেল্লা রিসোর্টস** নামক পর্যটন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

এছাড়ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে

- শমশের গাজীর দীঘি ও সুড়ঙ্গ
- ভারত-বাংলাদেশ প্রীতি রাধানগর-কৃষ্ণনগর সীমান্ত হাট
- পশ্চিম ছাগলনাইয়া আব্দুর রাজ্জাক দীঘি
- আদালত পুকুর
- দক্ষিণ সতর'র শতবর্ষী পাটোয়ারী দীঘি
- রেজুমিয়া সেতু

- শিলুয়ার শিলপাথর
- শুভপুর ব্রিজ
- বাঁশপাড়া জমিদার বাড়ি

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

- ভাষাসৈনিক গাজীউল হক
- আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী
- এ বি এম মূসা
- শিরীন আখতার (রাজনীতিবিদ)
- আওরঙ্গজেব চৌধুরী
- কৌতুকাভিনেতা আনিসুর রহমান
- আবদুস সালাম (সাংবাদিক)
- ইনামুল হক
- লাকী ইনাম
- চাঁদগাজী ভূঁঞা
- কৈয়ারা বিবি
- শমসের গাজী
- মোঃ নুরুল ইসলাম সরকার
- বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আব্দুল কাদের মজুমদার (উপজেলা আওয়ামীলীগ সংগঠক)
- বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম ফয়েজ আহাম্মদ (রাজনীতিবিদ)
- বশির আহমেদ (বীর প্রতীক)